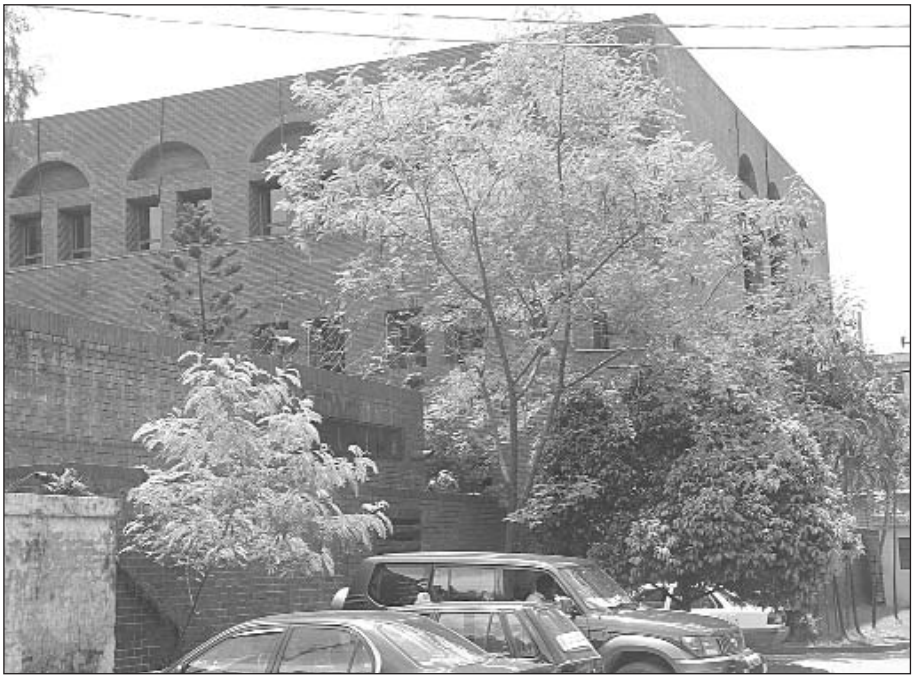

পিআরএসপি

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর সনদই সব নয়

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বললেই কোনো কিছু সঠিক ও শুদ্ধ হয়ে যায় না, যেতে পারে না... লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

এখন থেকে তিন মাসেরও বেশি সময় আগের ঘটনা। চীনের সাংহাইতে তিনদিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বদারিদ্র্য ও প্রবৃদ্ধি নিয়ে। চীন সরকারকে এই আয়োজনে সহায়তা দেয় বিশ্বব্যাংক।

২৫ থেকে ২৭ মে অনুষ্ঠিত 'দারিদ্র্য হ্রাস ও টেকসই প্রবৃদ্ধি' শীর্ষক এই সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরাও যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে 'ক্ষুদ্র ঋণ' এবং 'মেয়েদের শিক্ষা'কে দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুটি সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হয়। বলা হয়, এই দুটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে সাফল্য এসেছে তা সম্ভব হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি পারস্পরিক সহযোগিতার কারণে। এই দুটি বিষয়কে তাই সরকারের সঙ্গে এনজিওদের অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগের একটি সফল কর্মকাঠামো হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়।

এই দু'টি বিষয়ে বাংলাদেশের সাফল্যকে ব্যাপকভাবে বিশ্বের সামনে তুলে আনতে বিশ্বব্যাংক বিশেষ ভূমিকা রাখে। সম্মেলন শুরুর কিছুদিন আগে বিভিন্ন দেশের এবং বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করেন ক্ষুদ্র ঋণ এবং মেয়েদের শিক্ষা কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার জন্য। বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে এসময় বাংলাদেশের এই দুটি অর্জনকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফুল সি প্যাটেল একটি লেখায় বলেন, 'আজকের বিশ্বে ক্ষুদ্র ঋণ ও মেয়েদের শিক্ষায় বাংলাদেশের সাফল্য সর্বজনবিদিত হলেও সার্বিক দারিদ্র্য হ্রাসে (স্বাধীনতার সময়ে মোট জনগোষ্ঠীর ৭০% থেকে বর্তমানের ৪৭%) এর অর্জন, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় বিশ্বমানের অংশগ্রহণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের মতো বিষয়গুলো এমনকি দেশের মধ্যেও অস্বীকৃত রয়ে গেছে। বাংলাদেশ গত দু'দশকে নারী শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং শিশু মৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। সামাজিক অগ্রগতির এসব সূচকে বাংলাদেশ তার সমপর্যায়ের দেশগুলোর এমনকি প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি)-এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ে সমতা আনয়ন ও বিশ্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। বিশ্বমানের এনজিওগুলোর নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা এমন একটি পর্যায়ে চলে গেছে যা বিশ্বে বিরল।'

বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তার এই পর্যবেক্ষণ যে বহুলাংশে সত্যি তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এসব অর্জনের গভীরে ঢোকা এবং এটা কতখানি টেকসই তা নির্ণয় করা কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সাংহাই সম্মেলনের তিন মাস পরের একটি ঘটনা এবার দেখা যাক। গত ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্ল্যান বাংলাদেশ এবং ক্রেডিট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারে এনজিও দুটির গবেষণালব্ধ ফল তুলে ধরে বলা হয় যে, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করলেও বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং মোট বিতরণকৃত ক্ষুদ্র ঋণের ২৫% দেশের চরম দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে না। এই একটি তথ্যই ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে আমাদের মাত্রাতিরিক্ত উল্লাসের এবং বিশ্বব্যাংকের পিঠ চাপড়ানো থমকে দিতে পারে। যে গরিবদের জন্য এই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সেই গরিবদের কাছে যদি ঠিকমতো পৌঁছানো না যায়, তাহলে এই কার্যক্রমের সার্থকতা কোথায়? সন্দেহ নেই, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি গত এক দশকে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং লাখ লাখ গরিব মানুষকে বিশেষত মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করার দিক ধাবিত করেছে। ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ পরিবার এখন বিভিন্ন ঋণ-অর্থায়ন সুবিধা ভোগ করছে।

কিন্তু এসব অর্জনের পাশাপাশি এটাও পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন যে, প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম কতখানি সুফল বয়ে এনেছে। বিশেষ করে আয়, পুষ্টি, শিক্ষা ও আবাসনের মতো বিষয়গুলো কতখানি সমাধান করতে সম্ভব হয়েছে। বিশ্বব্যাংক বলেছে বলেই ক্ষুদ্র ঋণ সবসময় সুফল বয়ে এনেছে এমনটি ভাবার কোনোই কারণ নেই। সরকারের এবং নীতি নির্ধারকদের উচিত হবে একটি সর্বাত্মক পর্যালোচনা করে দেখা।

শুধু ক্ষুদ্র ঋণ নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর সনদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাংক ভাল বললেই ভাল, আর খারাপ বললেই খারাপ- এমনতর ধারা যেন দিনকে দিন সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এমন নয় যে, বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ যা বলছে সবই মন্দ বলছে, বা যেসব পরামর্শ দিয়েছে ও দিচ্ছে সবই খারাপ পরামর্শ। বাংলাদেশ বিশেষত বাংলাদেশের সরকারগুলো কিভাবে এসব পরামর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, বিশ্বব্যাংক যেভাবে বলল, সেভাবে না করে অন্যভাবে করা যায় কিনা বা করার সুযোগ আছে কিনা সেটাও পর্যালোচনা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

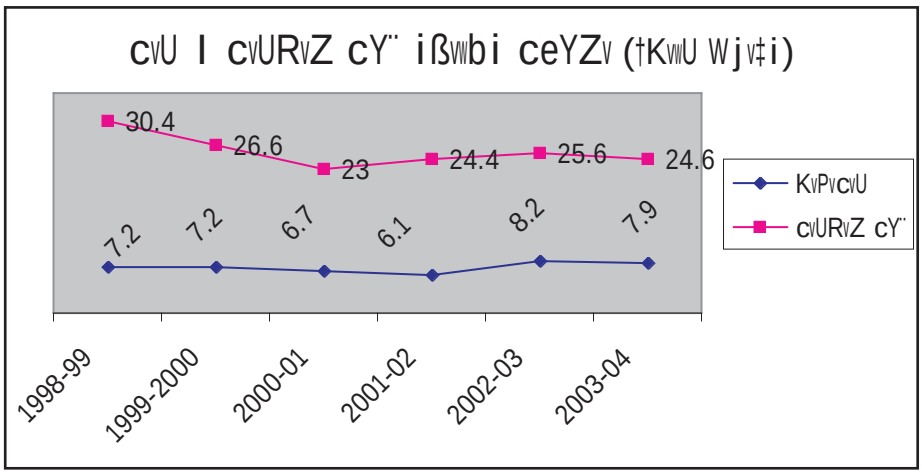

২০০২ সালের ৩০ জুন এশিয়ার বৃহত্তম পাটকলটি বন্ধ করে দেয়া হয় লোকসানের অজুহাতে। আদমজী বন্ধ হওয়ার ফলে প্রায় ৩০ হাজার লোক কর্মচ্যুত হয়েছে। এছাড়া এদের ওপর নির্ভরশীল আরো অনেক নারী-শিশু এবং মিলের ওপর নির্ভরশীল অনেক পাট চাষীর ভাগ্যেও নেমে এসেছে বিপর্যয়। সবমিলিয়ে লাখ লাখ কৃষক শ্রমিক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পতিত হয়েছে

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শ অনুসারে আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্তটির কথাই ধরা যাক। ২০০২ সালের ৩০ জুন এশিয়ার বৃহত্তম পাটকলটি বন্ধ করে দেয়া হয় লোকসানের অজুহাতে। আদমজী বন্ধ হওয়ার ফলে প্রায় ৩০ হাজার লোক কর্মচ্যুত হয়েছে। এছাড়া এদের ওপর নির্ভরশীল আরো অনেক নারী-শিশু এবং মিলের ওপর নির্ভরশীল অনেক পাট চাষীর ভাগ্যেও নেমে এসেছে বিপর্যয়। সবমিলিয়ে লাখ লাখ কৃষক শ্রমিক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পতিত হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য যখন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শে দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র তৈরি করা হচ্ছে, তখন তাদেরই পরামর্শে আদমজী বন্ধ করে কর্মহীন লোকের বোঝা বাড়ানোর এহেন পদক্ষেপ সংস্থা দুটির দ্বিমুখী আচরণকেই প্রতিষ্ঠিত করে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যে বাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে আদমজী বন্ধ করে দেয়া হলো, সেই বাজার অর্থনীতি অনুসারে আদমজীকে প্রতিযোগিতাশীল করার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে এখনও কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সর্বশেষ ২০০৩-০৪ অর্থবছরে কাঁচাপাট রপ্তানি বাবদ আয় হয়েছে প্রায় ৮ কোটি ডলার। অন্যদিকে পাটজাত পণ্য রপ্তানির আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ কোটি ডলার। বিশ্ববাজারে যখন পাটের মতো পরিবেশবান্ধব পণ্য সামগ্রীর চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়ছে, তখন এই বাজারে প্রবেশের সুযোগ না নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে পাটখাতকে সংকুচিত করার উদ্যোগ কোন অর্থনৈতিক বিবেচনায় করা হয় তা বোধগম্য নয়। আদমজীর লোকসান নিয়ে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এতো হৈ চৈ করেছে, কিন্তু তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি লোকসান গোনা বিমানের বিষয়ে তো তেমন কথা নেই। বিমান মন্ত্রী, আমলা ও ভিপাইপি এবং তাদের সন্তানদের সুবিধা দেয় বলে? আসলে বর্তমানে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশনে যেসব সংস্কার কাজ চলছে তার অনেকগুলোই মারাত্মকভাবে আত্মঘাতী ও সর্বনাশা। যেমন, ২০০৪-২০০৬ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারকে ১০৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ অথবা বেসরকারিকরণ করতে হবে এবং এজন্য মোট ৭৫ হাজার ৫০০ লোককে কর্মচ্যুত করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের একটাই সমস্যা- এগুলো লোকসানি ও দুর্নীতিগ্রস্ত। এগুলোকে লাভজনক করার কোনো কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে গণহারে বন্ধ বা বেসরকারিকরণে কী সুফল আসবে, তার কোনো সঠিক বক্তব্যও দেয়নি বিশ্বব্যাংক। আদমজী বন্ধ করার পর দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আদমজীর পরিত্যক্ত জায়গায় প্রথমে টেক্সটাইল পার্ক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এসময় বিশ্বব্যাংক আবার পরামর্শ দিল রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চল করার জন্য। এভাবে কি করা হবে, হবে না তা নিয়ে যথেষ্ট কালক্ষেপণ করা হয়েছে। এভাবে কতোদিন চলবে কে জানে?

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক খাত। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কোটামুক্ত বিশ্ববাজার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই একটি শক্তিশালী পশ্চাদমুখী সংযোগ শিল্প স্থাপনের কথা বলা হচ্ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক পরামর্শ দিল যে বাংলাদেশে পশ্চাদমুখী সংযোগ শিল্প স্থাপন লাভজনক হবে না। তারা একটি হিসাব করে দেখালো যে এই সংযোগ শিল্প মানে টেক্সটাইল, স্পিনিং ও উইভিং শিল্প স্থাপনে যে বিনিয়োগ করতে হবে, পরবর্তীতে তা যথাযথভাবে উঠে আসবে না।

এডিবির এই পরামর্শে দেশের বস্ত্র ও পোশা খাতের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তারা সরকারকে এধরনের হঠকারী পরামর্শ থেকে বিরত থাকতে বলেন। এডিবির পরামর্শ যে সঠিক ছিল না তা কয়েক বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। আজকে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী নিট শিল্প তাঁতের প্রয়োজনীয় সুতার ৭০%-ই দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহ করে। ওভেন গার্মেন্টস যে

ফেব্রিক্স ব্যবহার করে তার প্রায় ৩০% এখন দেশেই তৈরি হয়। গত কয়েক বছরে টেক্সটাইল খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণ হয়েছে এবং হচ্ছে। ২০০৩ সালে দেশীয় সুতার উৎপাদন ২০০২ সালের তুলনায় ২৯% বেড়েছে। এর বিপরীতে সুতার আমদানিও কমছে। ২০০১ সালে ৩২ কোটি ডলারের সুতা আমদানি করা হয়েছিল যা ২০০২ সালে নেমে আসে ২৮ কোটি ডলারে। আর ২০০৩ সালে এসে হয়েছে ২৭ কোটি ডলার। বর্তমানে দেশে ১৫৮টি স্পিনিং মিল রয়েছে। এর মধ্যে ১৩৮টি পুরোদমে সক্রিয় রয়েছে। এসব মিলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৫৪ কোটি ডলার এবং প্রায় ৯২ হাজার লোক কর্মরত আছে। তার মানে এই খাতে কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর যেসব 'সাদা চামড়ার' কনসালটেন্ট বা পরামর্শক এদেশে আসে এবং আমাদের কর্মকর্তাদের ওপর ছড়ি ঘোরায়, তাদের অনেকেই অযোগ্য ও নিম্নমানের। দু'বছর আগে বিশ্বব্যাংকের এক পরামর্শক ঢাকায় এসে বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগে (সিপিডি)। বিষয় ছিল বাংলাদেশের বাণিজ্য উদারীকরণ। অকাটমূর্খ সেই কনসালটেন্ট একটার পর একটা ভুল, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি উপস্থিত বাংলাদেশী ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের তোপের মুখে পড়েন। তৎকালীন

বাণিজ্য সচিব সোহেল আহমদ, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সিপিডির চেয়ারম্যান প্রফেসর রেহমান সোবহানসহ উপস্থিত প্রায় প্রত্যেকেই রাউল নামের সেই কনসালটেন্টের প্রায় প্রতিটি বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং ভুল ধরিয়ে দেন। পরিস্থিতি সামলানোর জন্য বিশ্বব্যাংকের ঢাকার অর্থনীতিবিদ জায়েদী সাত্তার কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। বরং তৎকালীন কান্ট্রি ডিরেক্টর ফ্রেডরিক টি টেম্পল কোনো কথা না বলে আস্তে করে আলোচনা সভা থেকে বের হয়ে যান।

এভাবে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শ এবং সেই পরামর্শের ফলাফলের তালিকা করলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর একটি সংখ্যা লেগে যাবে। কিন্তু মূল চিত্রটি মোটামুটি একই রকম হবে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, কেন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কথা আমাদের শুনতে হচ্ছে ও হবে? একটি সাধারণ জবাব হলো, আমাদের সাহায্য দরকার। বিদেশী সাহায্য যে প্রয়োজন আছে তা নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। সমস্যা হলো এই সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহারের প্রক্রিয়ার মধ্যে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ যখন সাহায্য দেয়, তখন তাদের নিজস্ব কিছু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হিসাব-নিকাশ মাথায় রেখেই দেয়। চ্যালেঞ্জটা হলো, আমরা কিভাবে এই সাহায্যকে নিজেদের প্রয়োজনে সঠিকভাবে ব্যবহার করব। আমরা যদি নিজেরাই দুর্নীতি ও অপচয় করি, অদক্ষতার পরিচয় দেই, তাহলে এসব সাহায্য আমাদের ওপর কার্যত বোঝা হয়ে উঠবে। আর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ আমাদের ওপর চেপে বসবে। বাংলাদেশের আত্ম উন্নয়নের স্বার্থেই এই প্রবণতা বন্ধ করা প্রয়োজন।

প্রতিবেদনটি সাপ্তাহিক ২০০০ ও এ্যাকশনএইড বাংলাদেশের একটি যৌথ উদ্যোগ

পি আ র এ স পি জ রি প

১ আপনি আইপিআরএসপি দলিলটি দেখেছেন বা পড়েছেন?
হ্যাঁ ❑ না ❑

২ আপনি কি জানেন বাংলাদেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি দলিল তৈরি হচ্ছে?
হ্যাঁ ❑ না ❑

৩ আপনি কি মনে করেন সরকার দারিদ্র্য হ্রাসে সত্যি আন্তরিক?
হ্যাঁ ❑ না ❑

৪ আপনি কি মনে করেন বিশ্বব্যাংক ও আইএসএফের পরামর্শে বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমবে?
হ্যাঁ ❑ না ❑

৫ আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে বর্তমানে যে সংস্কার চলছে তা সুফল বয়ে আনবে?
হ্যাঁ ❑ না ❑

জরিপে অংশগ্রহণকারীর সাধারণ তথ্য

১. নাম .....
২. বয়স .....
৩. পেশা .....
৪. বাসস্থান .....

প্রিয় পাঠক,
*পিআরএসপি জরিপের প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন আগামী **২০ সেপ্টেম্বরের** মধ্যে।*